বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

চর্যাপদ

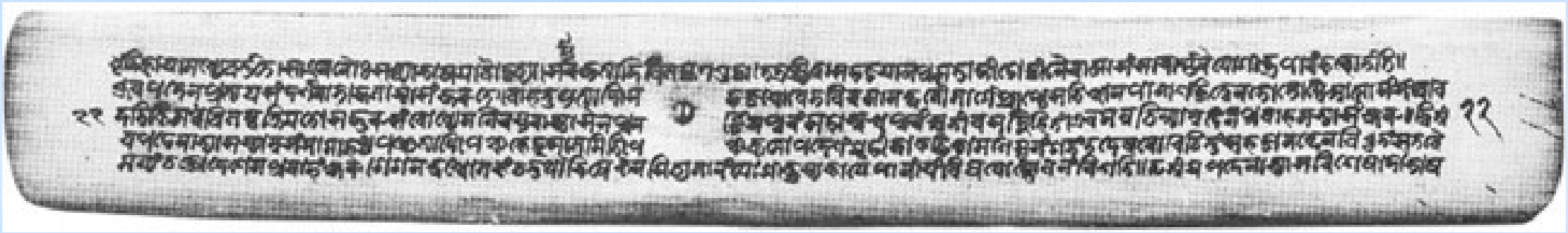

কোয়েল ঘোষ
বাংলা বিভাগ
তেহাট্টা সদানন্দ মহাবিদ্যালয়

চর্যাপদ কি?

- জীবনযাপনের পদ্ধতিকে 'চর্যা' বলে|
- 'চর্যা' থেকে বর্তমান 'চর্চা' শব্দের উৎপত্তি|
- 'পদ' শব্দের অর্থ চরণ বা পা|
- অতএব, চর্যাপদ শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় " জীবনযাপনের পদ্ধতি বা আচরণ যা কবিতায় বা চরণে লিখিত থাকে"|

চর্যাপদ কি?

- চর্যাপদ মূলত গানের সংকলন|
- এর মূল বিষয়বস্তু হল - বৌদ্ধধর্মের গূঢ় তত্ত্বকথা|
- সাধারণতঃ বৌদ্ধ সহজিয়াগন চর্যাগুলো রচনা করেন|

চর্যাপদ আবিষ্কার

- ১৯০৭ সালে " মহামহোপাধ্যায় ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী " নেপালের রাজগ্রন্থাগার " রয়েল লাইব্রেরী " থেকে " চর্যাচর্য বিনিশ্চয় " নামক পুঁথিটি আবিষ্কার করেন|

- চর্যাপদের সাথে 'ডাকার্ণব' ও 'দোহাকোষ' নামে আরও দুটি বই আবিষ্কৃত হয়|

প্রকাশ কাল

- ১৯১৬ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে সবগুলো বই একসাথে 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে প্রকাশিত হয়।

চর্যাপদ নেপাল থেকে আবিষ্কার হল কেন?

- চর্যাপদ রচনা শুরু হয় - পাল রাজবংশের আমলে|
- পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী|
- পাল বংশের পরে আসে সেন বংশ। সেন বংশ ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী|
- পরবর্তীতে বৌদ্ধ সহজিয়াগন এদেশ থেকে বিতাড়িত হয় এবং নেপালে আশ্রয় ঘোষণ করে|
- তাই , চর্যাপদ বাংলাদেশের বাইরে অর্থাৎ নেপালে পাওয়া যায়|

চর্যাপদের ভাষা

- ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের ভাষাকে 'সন্ধ্যা ভাষা বা সান্ধ্য ভাষা' বলেছেন|

- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ' বা '***The Origin and Development of the Bengali Language***' নামক গ্রন্থে প্রমান করেন যে, পদসংকলনটি আদি বাংলা ভাষায় রচিত|